ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর:
পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়’ প্রতিবেদনের
ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: আইন অনুযায়ী অগ্নিকাণ্ড একটি দুর্যোগ। ঢাকা মহানগরীতে ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে ছোট-বড় মিলিয়ে যথাক্রমে ২৩৯৭টি, ১৯৭৭টি এবং ২৯৫৩টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, পুরনো ঢাকায় এ প্রবণতা আরও বেশি। ২০১৮ সালে পুরনো ঢাকার লালবাগ, হাজারীবাগ, সদরঘাট ও সিদ্দিকবাজার এলাকায় অন্তত ৪৬৮টি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। পুরনো ঢাকার সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডসমূহের মধ্যে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড অন্যতম। ২০১০ সালের ৩ জুন রাতে নিমতলীর নবাব কাটরার নিচতলায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার থেকে সূত্রপাত হওয়া আগুন রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদামে ছড়িয়ে পড়লে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১২৪ জনের মৃত্যু হয় ও কয়েকশ মানুষ আহত হন। ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে চকবাজারের চুড়িহাট্টার ওয়াহিদ ম্যানশনের রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদামের আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৭০ জনের মৃত্যু ঘটে ও কয়েকশ মানুষ আহত হন। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে পুরনো ঢাকায় দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের প্রায় ১৫,০০০ হাজার গুদামের উপস্থিতি রয়েছে। অপ্রশস্থ ও অপরিকল্পিত অবকাঠামোর পাশাপাশি পুরনো ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্বও অগ্নি-নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের বিষয়। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ, যার একটি অভীষ্ট হচ্ছে দুর্যোগের কারণে নগরে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা ও দুর্যোগ সহনশীল নগর নিশ্চিত করা (অভীষ্ট ১১)। পুরনো ঢাকাকে দুর্যোগ সহনশীল নগর হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অংশীজনদের দায়িত্ব, সক্ষমতা এবং চর্চায় সুশাসনের ঘাটতিগুলো কী কী, প্রায় দশ বছর পরেও তদন্ত কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্সের সুপারিশ এবং উচ্চ আদালতের আদেশ কেন কার্যকর হচ্ছে না তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এ গবেষণাটির উদ্দেশ্য পুরনো ঢাকায় অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় চিহ্নিত করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান অংশীজনদের দায়িত্ব, সক্ষমতা ও কার্যক্রম; বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত তদন্ত কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। গুণবাচক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও নথি পর্যালোচনা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিভিন্ন অংশীজন যেমন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, নগর উন্নয়নবিদ, বিশেষজ্ঞ, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া, দোকান মালিক ও কর্মচারী, মার্কেট মালিক ও সমিতির নেতা, রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম মালিক, প্লাস্টিক কারখানার কর্মচারী ইত্যাদির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট নথি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা এবং সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়সহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, নথি পর্যালোচনাও করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হচ্ছে–

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো নির্দেশকের ক্ষেত্রেই সুশাসনের ঘাটতি ছিলো, যার কারণে পুরনো ঢাকায় নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে;
- সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রতিপালন না করার পাশাপাশি আদালতের অবমাননাও করেছে। পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে বাস্তবের মুখ দেখতে ব্যর্থ;
- কতিপয় প্রভাবশালীর অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখা হয়েছে;
- দ্রুত অগ্নি নির্বাপণের জন্য পুরনো ঢাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি;
- এছাড়া অগ্নি-দুর্ঘটনাকে দুর্যোগ হিসেবে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বাজেট ও পরিকল্পনাও নেই;
- একই প্রবণতার কারণে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো নীতিমালা এখন পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার প্রবণতাও রয়েছে;
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের অভাবে অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ও দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান যার ফলে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে;
- সার্বিকভাবে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে অংশগ্রহণ ও সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ না থাকলে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশের মধ্যে রয়েছে–

- দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণসহ এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রাসায়নিক বিপর্যয়রোধে জাতীয়ভাবে একটি রাসায়নিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং রাসায়নিক নিরাপত্তা বিষয়ে নির্দেশিকা তৈরি ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করা এবং পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সরাসরি তদারকির মাধ্যমে রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরকার নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ কারখানা চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করতে হবে, অথবা অন্তবর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে স্বল্পমেয়াদী সময় দিয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে, স্থানান্তরে রাজি না হলে এসব কারখানার সব ইউলিটি বন্ধ করতে হবে।
- তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার জন্য এবং আদালত অবমাননাকারী দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।
- পুরনো ঢাকার অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করতে হবে। ভবনগুলোতে নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি বহির্গমন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হবে।
- রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক ও স্বচ্ছ করতে হবে।

- আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজউক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আইনে নিশ্চিত করতে হবে।
- পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নিরসনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ইউনিট তৈরি করতে হবে।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নিধারিত তথ্য কর্মকতা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

---